বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন: ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

(অনুচ্ছেদসমূহ)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত ।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত ।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	-
২	Abbreviation	-
৩	**প্রথম অধ্যায়**	**১**
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২-৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	**দ্বিতীয় অধ্যায়** (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৬ – ৩১
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩১
৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	**দ্বিতীয় খণ্ড**

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ২২ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ (১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৪/১১/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৮/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviation

এ রিপোর্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের পরিপূর্ণ রূপ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

AFD	:	Armed Forces Division.
AGE	:	Assistant Garrison Engineer.
ATG	:	Annual Training Grants
AFMC	:	Armed Forces Medical College.
BQ	:	Bill of Quantity.
BNS	:	Bangladesh Naval Ship.
CLA Rules	:	Cantonment Land and Administration Rules.
CPC	:	Contractor's Percentage of Contract.
CMES	:	Commandant of Military Engineering Services.
CNE	:	Civilian Non Entitlement.
DIL	:	Detail Issue Ledger.
DW&CE	:	Directorate of Works & Chief Engineer.
DSC&SC	:	Defence Services Command & Staff College.
DASB	:	District Armed Services Board.
E-N-C	:	Engineer - in - Chief.
FR	:	Financial Rules.
GC'S	:	Gentleman Cadet's.
GE	:	Garrison Engineer.
IV	:	Issue Voucher.
MES Regulations	:	Military Engineering Services Regulations.
MIST	:	Military Institute of Science & Technology.
MI	:	Medical Inspection.
MASA	:	Material of Site Accounts .
MEO	:	Military Estate Office.
PQ	:	Price Quotation.
RV	:	Receive Voucher.
RFQ	:	Request For Quotation.
RAR	:	Running Account Receive.
SSD	:	Station Supply Depot.
STD	:	Standard Tender Documents.
SFC	:	Senior Finance Controller.

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা (অংকে)	জড়িত টাকা (কথায়)	পৃষ্ঠা নং
১	বিদেশ হতে আগত শিক্ষার্থী ও কোর্স মেম্বারদের নিকট হতে ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং বাৎসরিক চার্জ ইত্যাদি বাবদ গ্রহণকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,০৫,১০,৬৯৫	(সাত কোটি পাঁচ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত পঁচানব্বই)	০৭
২	সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল কম হারে আদায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৩,৩৪,০৩,৪৭৮	(তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তিন হাজার চারশত আটাত্তর)	০৮
৩	সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত পানি ও গ্যাস বিল কম হারে আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮০,১০,৫৪৫	(আশি লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ)	০৯
৪	স্টক বুক রেইট/ক্রয়মূল্য হতে কম মূল্যে ঠিকাদারকে বিভাগীয়ভাবে সিমেন্ট সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১১,৪১,৩৫,৩১০	(এগারো কোটি একচল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত দশ)	১০
৫	প্রাধিকার বহির্ভূত স্থাপনার ফ্লোরে মিরর পলিশ টাইলস, হোমোজিনিয়াস ফ্লোর টাইলস ও নকশা ব্যতীত ফ্লোর টাইলস বাবদ মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,৬০,১৪,৬৪০	(সাত কোটি ষাট লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত চল্লিশ)	১১
৬	বিধি বহির্ভূতভাবে জিসি'স মেসে একই সময়ে বিনামূল্যে রশদ সামগ্রী এবং দৈনিক মেসিং ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,৫৯,৬১,৫০১	(সাত কোটি উনষাট লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশত এক)	১২
৭	বিল এ্যাবস্ট্রাক্টে ও এমবিতে গাণিতিকভাবে বেশি, এবং নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫১,৮০,৭৩৩	(একান্ন লক্ষ আশি হাজার সাতশত তেত্রিশ)	১৩
৮	প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে এসএম ব্যারাক ও বেসামরিক বাসস্থানে অস্বাভাবিক দরে বিভিন্ন প্রকার এবং বিশেষ ধরণের আসবাবপত্র সংযোজন ও সরবরাহ বাবদ ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬,৯২,৪০,৭১৬	(ছয় কোটি বিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত ষোল)	১৪-১৫
৯	চুক্তির বি কিউ আইটেমে কেবিনেট (Family Space, Dining space, Living room) এবং এমডিএফ এর সংখ্যা হিসাবে দর থাকা অবস্থায় একই আইটেম/কাজ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে বর্গমিটার হিসাবে Agreed Rate এ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৩০,৭০,৬৮৩	(ত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত তিরাশি)	১৬
১০	হেলিকপ্টারের ভাড়া আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৩,২৭,৭২,৩২৩	(তিন কোটি সাতাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশত তেইশ)	১৭
১১	নির্দিষ্ট নাম, নম্বর ও ঠিকানাবিহীন ভবনে আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৪,৪৬,৭১৯	(চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত ঊনিশ)	১৮
১২	সরবরাহকারী/ঠিকাদারগণের নিকট হতে তালিকাভূক্তি ও নবায়ন ফি অনাদায়/কম আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮,৭৬,০০০	(আট লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার)	১৯
১৩	বিধিবহির্ভূতভাবে বার্ষিক প্রশিক্ষণ ব্যয় (এটিজি সাধারণ খাত ৪৮৪০) এর টাকা দিয়ে জমি ক্রয় বাবদ নিয়মিত ব্যয়।	২,০২,৬৫,০০০	(দুই কোটি দুই লক্ষ পয়ষট্টি হাজার)	২০

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা (অংকে)	জড়িত টাকা (কথায়)	পৃষ্ঠা নং
১৪	ভবনের প্রকৃত এরিয়া অপেক্ষা কম এরিয়া দেখিয়ে গৃহকর নির্ধারণ করা এবং অনেকগুলির ক্ষেত্রে আদৌ গৃহকর নির্ধারণ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৯,৯১,৯০৭	(এক কোটি উনষাট লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত সাত)	২১
১৫	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত প্রাধিকার বহির্ভূত বিদেশে তৈরী বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক আইটেমের কাজ চুক্তির বিকিউতে ১০টি অন্তর্ভুক্ত করে তদস্থলে ৩৯২টি কাজের পরিমাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫৯,২১,০০০	(উনষাট লক্ষ একুশ হাজার)	২২
১৬	প্রাধিকার ও চুক্তির অনুমোদিত বি কিউ বহির্ভূত ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস স্থাপনের নীচে ৭৫ মিঃমিঃ পুরুত্ব পিসিসি (১:২:৪) কাজের পরিমাপ নিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭,৪৭,০৬৯	(সাত লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার উনসত্তর)	২৩
১৭	প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় না করে বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিকে নগদে প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি।	৯,০৫,০০০	(নয় লক্ষ পাঁচ হাজার)	২৪
১৮	''এ'' শ্রেণীর জমিতে বিধি বিহির্ভূতভাবে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে বোর্ড ফান্ডের অর্থ ব্যয় করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৪৯,৮৩,৮৩৬	(উনপঞ্চাশ লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত ছত্রিশ)	২৫
১৯	প্রাধিকার বহির্ভূত জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১৪,৪১,১৬২	(চৌদ্দ লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত বাষট্টি)	২৬
২০	পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৪৫,৫২,২১,৩৮০	(একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ একুশ হাজার তিনশত আশি)	২৭
২১	পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৩৬,২২,১০,৬৪৭	(তিনশত ছত্রিশ কোটি বাইশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত সাতচল্লিশ)	২৮
২২	স্বাক্ষরবিহীন কোটেশন ও বিল ভাউচার দিয়ে বিভিন্ন স্টেশনারী আইটেম কম্পিউটার প্রিন্টার ও ফটোকপি মেশিনের টোনার ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬০,০৬,৬৫২	(ষাট লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত বায়ান্ন)	২৯-৩১
	সর্বমোট =	৫৩৬,৫২,৮৩,৭৬৫	(পাঁচশত ছত্রিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার সাতশত পঁয়ষট্টি)	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : সেনা, নৌ, বিমান ও আন্ত:বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট সমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি : নিয়মানুগ (Compliance)।

নিরীক্ষার সময়কাল : আগস্ট/২০১৬ হতে জানুয়ারি/২০১৭ খ্রি.পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে।

নিরীক্ষা পদ্ধতি : দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার যাচাই ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে : মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

১. দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন, আয়কর অধ্যাদেশ, এম ই এস প্রবিধান, জে এস আই, সরকারি আদেশ, এফ আর পার্ট-১ ও ২, ট্রেজারী রুলস্, অ্যাকাউন্টস্ কোড এবং সি এল এ রুলস্ ১৯৩৭ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

২. অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা।

৩. নকশা যথাযথভাবে প্রতিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

১. অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।

২. চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম।

৩. সরকারি অর্থ যথাসময়ে আদায় না করা।

৪. সরকারের রাজস্ব কম হারে আদায় করা।

অডিটের সুপারিশ :

১. প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

২. অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ।

৩. আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

৪. দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন, আয়কর অধ্যাদেশ, এমইএস প্রবিধান, জে এস আই, সরকারি আদেশ, এফ আর পার্ট-১ ও ২, ট্রেজারী রুলস্, অ্যাকাউন্টস্ কোড এবং সি এল এ রুলস্ ১৯৩৭ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। যা অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম: বিদেশ হতে আগত শিক্ষার্থী ও কোর্স মেম্বারদের নিকট হতে ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং বাৎসরিক চার্জ ইত্যাদি বাবদ গ্রহণকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭,০৫,১০,৬৯৫ (সাত কোটি পাঁচ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত পঁচানব্বই) টাকা।

বিবরণঃ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস এর ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৫/১১/২০১৬ হতে ০১/১২/২০১৬ খ্রি. সময়ে এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) ঢাকা এর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব ১৫/১০/২০১৫ হতে ২৭/১০/২০১৫ খ্রি. এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/১১/২০১৬ হতে ১১-০১-২০১৭ খ্রি. সময়ে Entity Wide নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুরে বিদেশ হতে আগত শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন কোর্স মেম্বারদের নিকট হতে ভর্তি ফরম, ভর্তি ফি, টিউশন ফি ও বিভিন্ন চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় (১,১১,২৮,০০০ + ৫,৯৩,৮২,৬৯৫) = ৭,০৫,১০,৬৯৫ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১/১ এবং ১/২ এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের পত্র নং- অম/অবি/বিধি-৬/প্রঃমঃ/ভাতা-১/০৪/৮১,তাং-২৬/০৮/২০০৮ খ্রি. এবং ট্রেজারী রুলস সেকশন-৫ এর বিধি ৭(২) মোতাবেক আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় বর্ণিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: বিদেশী শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন কোর্স মেম্বারদের নিকট হতে ভর্তি ফরম, ভর্তি ফি, টিউশন ফি ও বিভিন্ন চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদান না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: (১) আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কর্তৃক জানানো হয় যে, ''কাউন্সিল অব দি কলেজ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং এএফএমসি নির্দেশিকা-১/২০১৩ মোতাবেক ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত অর্থ খরচ করা হয়েছে''।

(২) ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর (এনডিসি) কর্তৃক জানানো হয় যে, ''এনডিসি-২০১৪ পরিচালনা করতে প্রাপ্ত টিউশন ফি ১,৮৫,৩৫,২৭৫ টাকা হতে ২৫,৩০,০০০/- টাকা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাবদ খরচ হয়েছে, যা অত্র প্রতিষ্ঠানের কমান্ড্যান্ট কর্তৃক অনুমোদিত। অবশিষ্ট (১,৮৫,৩৫,২৭৫-২৫,৩০,০০০) = ১,৬০,০৫,২৭৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে''।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের পত্র নং- অম/অবি/বিধি-৬/ প্রঃমঃ/ভাতা-১/০৪/৮১,তাং-২৬/০৮/২০০৮ খ্রি. এর নির্দেশনা মোতাবেক আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি, ভর্তি ফরম, টিউশন ফি ও অন্যান্য উৎস হতে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ এবং ট্রেজারী রুলস্ সেকশন ৫ এর বিধি ৭(১) মোতাবেক ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর এ বিদেশ হতে আগত কোর্স মেম্বারদের নিকট হতে বিভিন্ন চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদান না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ৭,০৫,১০,৬৯৫ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম: সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল কম হারে আদায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩,৩৪,০৩,৪৭৮ (তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তিন হাজার চারশত আটাত্তর) টাকা।

বিবরণ: ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের এর ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার কাজ বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সামরিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল কম হারে আদায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আদায় না করায় সরকারের ৩,৩৪,০৩,৪৭৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২/১, ২/২ ও ২/৩ এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: এমইএস রেগুলেশন এ্যাপেন্ডিক্স 'ও' এর এনেক্সার 'এ'-এর ক্রমিক নং-৩ এর প্রাধিকার অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল আদায়ের নির্দেশনা হচ্ছে-"The all Bangladesh recovery rates for electricity will be as notified from time to time in J.S.Is or other Government orders". বিভিন্ন সময়ে জটিলতার কারণে জেএস আই জারি করা সম্ভব না হলেও সময়ে সময়ে other Government orders জারির মাধ্যমে পরিবর্তিত হারে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা থাকা সত্বেও তা অনুসরণ না করায় সরকারের রাজস্ব কম আদায় হয়েছে। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪. ৩৩.০০৫.১৩-৬১ তারিখ: ০৩/০৯/২০১৩খ্রি. মোতাবেক বিদ্যুৎ বিল বিভিন্ন ধাপে আদায় করে যথাযথ খাতে সমন্বয় করার নির্দেশনা থাকলেও তা অনুসরণ না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়।

ফলাফল: সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল কম হারে আদায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনা না পাওয়ায় এমইএস রেগুলেশন এ্যাপেন্ডিক্স 'ও' এর এনেক্সার 'এ' অনুযায়ী এবং সেনাসদর, ই-ইন-সি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং- ৫০০/৮/ই-৫ তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রি. এবং সেনাসদর কিউএমজি'র শাখা পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (সেনা) এর পত্র নং ৪০০/। ফিস/২০/ই-৪ তারিখ ৬/৮/১৯৯৪ খ্রি. এর আদেশ বলে নির্ধারিত রেইট অনুযায়ী বিল প্রস্তুতপূর্বক কর্তন করা হচ্ছে। নিরীক্ষিত অফিস আরো জানায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নতুন আদেশ পাওয়ার পর সে অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল কর্তন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, এমইএস রেগুলেশন এ্যাপেন্ডিক্স 'ও' এর এনেক্সার 'এ'-এর ক্রমিক নং-৩ এর প্রাধিকার অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিল আদায়ের নির্দেশনা হচ্ছে- "The all Bangladesh recovery rates for electricity will be as notified from time to time in J.S.Is or other Government orders". বিভিন্ন সময়ে জটিলতার কারণে জে এস আই জারি সম্ভব না হলেও সময়ে সময়ে other Government orders জারির মাধ্যমে পরিবর্তিত হারে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা থাকা সত্বেও উহা অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৫.১৩-৬১ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৩ খ্রি. অনুসারে বিদ্যুৎ বিল আদায়ের নির্দেশনা থাকলেও তা অনুসরণ না করে ২২ বছর আগের আদেশ অনুসরণ করত: বিদ্যুৎ বিল আদায় করায় সরকারের ৩,৩৪,০৩,৪৭৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায় হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, আপত্তিটি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৫-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ নং-৭, ২০০৬-২০০৭ এর অনুচ্ছেদ নং-১৩ এবং ২০১১-২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং-০৮ এর অনুরূপ।

নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪ নং সাব কমিটির ১৯ তম বৈঠকের মূলতবি বৈঠকের কার্যবিবরণীর ৯.১ এর সিদ্ধান্ত (২) এর মাধ্যমে অনুশাসন জারি করা হয়েছে যে "প্রতিরক্ষা সচিব-অর্থ সচিব এর সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ও চাহিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ পূর্বক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পরামর্শ অনুযায়ী প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিলের জন্য বিবেচনা প্রসূত কোন যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ পূর্বক MES Regulation 1964 এর সংশ্লিষ্ট অংশ পরিবর্তন/সংশোধন করে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে সিএজি'র মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে"।

অনুশাসনের প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ প্রবিধি-৪ শাখার পত্র নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৫.১৩.৬১ তারিখ-০৩/০৯/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের আবাসিক বিদ্যুৎ বিল এর রিকভারী রেইটস পুন:নির্ধারণ করা হয়। অনুশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্রে রিকভারী রেইটস পূননির্ধারণ এর বাস্তবায়ন না হওয়ায় এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত ৩,৩৪,০৩,৪৭৮ টাকা আদায় করত: সরকারি কোষাগারে জমা করে জমার প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম: সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত পানি ও গ্যাস বিল কম হারে আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮০,১০,৫৪৫ (আশি লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।

বিবরণ: ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের এর ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ২১/০৯/২০১৬খ্রি. হতে ২০/০৭/২০১৭খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে পানি ও গ্যাস ব্যবহারকারী সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, সরকারি আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত পানি ও গ্যাসের বিল কম হারে আদায় করায় সরকারের ৮০,১০,৫৪৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ৩/১, ৩/২ ও ৩/৩** এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: এমইএস রেগুলেশন এর প্যারা নং-৪৭৪-৪৭৫ এবং Appendix "O'' অনুসারে "A general water rate on all Bangladesh basis" হিসাবে পানির বিল আদায়ের সংস্থান (Provision) রয়েছে। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার নম্বর-শা-২/২এম-৯/৯৩/১৯৭ তাং-১৯/০৬/৯৩ খ্রি. মোতাবেক বেসামরিক বাসার শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পানির বিল আদায় না করায় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৫.১৩-৬১ তারিখ: ০৩/০৯/২০১৩ খ্রি. মোতাবেক গ্যাস ও পানির বিল বিভিন্ন ধাপে আদায় করে যথাযথ খাতে সমন্বয় করার নির্দেশনা থাকলেও তা অনুসরণ না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়।

ফলাফল: সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে আবাসিক ভবনে বসবাসরত সামরিক/বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বাসায় ব্যবহৃত পানি ও গ্যাস বিল কম হারে আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: সেনাসদর কিউএমজি'র শাখা পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (সেনা) এর পত্র নং-৪০০/অফিস/২০/ই-৪ তারিখ ০৬/০৮/১৯৯৪ খ্রি. এর আদেশ বলে নির্ধারিত রেইট অনুযায়ী বিল প্রস্তুতপূর্বক কর্তন করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত নতুন আদেশ পাওয়ার পর সে অনুযায়ী পানির বিল কর্তন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ এমইএস রেগুলেশন এর প্যারা নং ৪৭৪-৪৭৫ এবং Appendix "O'' অনুসারে "A general water rate on all Bangladesh basis" হিসাবে পানির বিল আদায়ের সংস্থান (Provision) রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার নম্বর-শা-২/২এম-৯/৯৩/১৯৭ তাং-১৯/০৬/৯৩ খ্রি. মোতাবেক বেসামরিক বাসার শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পানির বিল আদায়যোগ্য এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩৩.০০৫.১৩-৬১ তারিখ: ০৩/০৯/২০১৩ খ্রি. মোতাবেক গ্যাস ও পানির বিল বিভিন্ন ধাপে আদায় করে যথাযথ খাতে সমন্বয় করার নির্দেশনা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে সরকারের ৮০,১০,৫৪৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়, যা আদায় হওয়া আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে, আপত্তিটি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৬-২০০৭ এর অনুচ্ছেদ নং-১৩ এবং ২০১১-২০১২ এর অনুচ্ছেদ নং-০৬ এর অনুরূপ।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, আপত্তিকৃত ৮০,১০,৫৪৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে জমার প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করাসহ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম: স্টক বুক রেইট/ক্রয়মূল্য হতে কম মূল্যে ঠিকাদারকে বিভাগীয়ভাবে সিমেন্ট সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১১,৪১,৩৫,৩১০ (এগারো কোটি একচল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত দশ) টাকা।

বিবরণ: ই-ইন-সি'র আওতাধীন জিই/এজিই (আর্মি/নেভী/বিমান) কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪; ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার কাজ বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে সিমেন্ট সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, মাসা ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইয়ে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজে ব্যবহৃত সিমেন্ট স্টকবুক রেইট অপেক্ষা কম মূল্যে ঠিকাদারকে বিভাগীয়ভাবে সিমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে সরকারের ১১,৪১,৩৫,৩১০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ৪/১ ও ৪/২** এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: এমইএস রেগুলেশন প্যারা-৬৭৭ মোতাবেক স্টকবুক রেইটে ঠিকাদারকে সিমেন্ট সরবরাহের বিধান থাকা সত্যেও তা অনুসরণ না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: স্টকবুক রেইট হতে কম মূল্যে ঠিকাদারকে বিভাগীয়ভাবে সিমেন্ট সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক বি/আর উপ-বিভাগের আওতাধীন সকল ঠিকাচুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং ঠিকাচুক্তি সেকশন-৬ অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত সিমেন্টের মূল্য কর্তন করা হয়, এতে কোন অনিয়ম হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ এমইএস রেগুলেশন প্যারা-৬৭৭ মোতাবেক স্টক বুক রেইটে সিমেন্ট সরবরাহের বিধান থাকা সত্বেও তা অনুসরণ করা হয়নি বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

সরকারি আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে জবাব প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১১-২০১২ তে অন্তর্ভুক্ত আছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, কম দামে সিমেন্ট সরবরাহের চুক্তি করায় চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ জড়িত অর্থ আদায় করাসহ ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৫

শিরোনাম: প্রাধিকার বহির্ভূত স্থাপনার ফ্লোরে মিরর পলিশ টাইলস, হোমোজিনিয়াস ফ্লোর টাইলস ও নকশা ব্যতীত ফ্লোর টাইলস বাবদ মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭,৬০,১৪,৬৪০ (সাত কোটি ষাট লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা।

বিবরণ: ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (আর্মি/নেভী/বিমান) কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র ও সংশ্লিষ্ট ভাউচার, বিল এ্যাবস্ট্রাক্ট, নকশা ও এমবি যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, এম ই এস কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনার প্রাধিকার বহির্ভূত ফ্লোরে টাইলস এর কাজ এবং প্রাধিকার বহির্ভূত ফরেন মেইড মিরর পলিশ টাইলসের কাজ করে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৭,৬০,১৪,৬৪০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ৫ (১-১৪)** এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ:

১) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর)-২০০৮, এর বিধি-৪ (৭) (জ) মোতাবেক অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে কাজের স্বপক্ষে নকশা থাকতে হবে।

২) এম ই এস আর. আই. নং-৭০৩/২০০৮ এর স্পেসিফিকেশন অব টাইলস/মোজাইক এর ক্রমিক নং-০২ অনুযায়ী গার্ড রুম ও এম ই এস ব্যারাকের ফ্লোরে টাইলস প্রাপ্য নয়।

৩) সেনাসদর ই-ইস-সি'র শাখা পূর্ত পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের পত্র নং-২০০/৯/ই-ইস-সি'র বার্ষিক সম্মেলন/ই-২ তাং-১৭/০২/২০০৯ খ্রি. এর আইটেম নং-২৯ মোতাবেক টিন শেড ইমারতের ফ্লোরে মিরর পলিশ, ফরেন মেইড টাইলস প্রাপ্য নয়।

পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত এমইএস রুটিন ইন্সট্রাকশন (নির্দেশনা) এবং ই-ইন-সি'র নির্দেশনা উপেক্ষা করে টাইলস এর কাজ করায় এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত এমইএস রুটিন ইন্সট্রাকশন (নির্দেশনা) এবং ই-ইন-সি'র নির্দেশনা উপেক্ষা করে টাইলস এর কাজ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে,
১) ঠিকাচুক্তির বিনির্দেশ সেকশন-৬ ক্রমিক-৩০ ও অনুমোদিত নকশা মোতাবেক কাজ করা হয়েছে।
২) চুক্তি মোতাবেক কাজ করা হয়েছে। জুন মাসের বিল দেয়ার কারণে নকশার অনুমোদন নেয়া সম্ভব হয়নি। এখন নকশা প্রস্তুত করে অনুমোদন নেয়া হবে।
৩) বেটার ক্লাসের অনুমোদন নিয়ে এমআই রুমে মিরর পলিশ টাইলস লাগানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ ইমারতের শ্রেণী অনুযায়ী প্রাপ্য ফিটিং ফিকচার অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন ও সে অনুযায়ী প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কাজ সম্পাদনযোগ্য। প্রাধিকারের বাইরে কাজ করার কোন সুযোগ নেই।

সরকারি আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন তারিখে জবাব প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধা-সরকারিপত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করত: সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম: বিধি বহির্ভূতভাবে জিসি'স মেসে একই সময়ে বিনামূল্যে রশদ সামগ্রী এবং দৈনিক মেসিং ভাতা প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭,৫৯,৬১,৫০১ (সাত কোটি উনষাট লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশত এক) টাকা।

বিবরণ: আর্মি ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ড, মোমেনশাহী সেনানিবাস এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর ২৪/১২/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৮/০১/২০১৬ খ্রি. সময়ে Entity Wide Audit সম্পাদন করা হয়।

কিউএমজি'র শাখার আরআর, মাসিক মজুদ গণনা লেজার, ইস্যু/রিসিভ ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র ইত্যাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, জুলাই/২০১৪ মাস হতে জুন/২০১৫ মাস সময়ে ১২ মাসে জিসি'স মেসে বিনামূল্যে রশদ সামগ্রী ইস্যু করা হয়। একই সাথে দেখা যায় যে, তাদেরকে দৈনিক মেসিং এলাউন্সও প্রদান করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৭,৫৯,৬১,৫০১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত **পরিশিষ্ট** ৬ এ দেখানো হলো ।

অনিয়মের কারণ: এ আর (আর) রুল-৪৮৬ অনুযায়ী সামরিক অফিসারগণ বিনামূল্যে রেশন প্রাপ্য নয়। {All combatants (except officer), non combatants (enrolled) and religious teachers are entitled to free rations whilst serving on the Effective list} জেন্টেলম্যান ক্যাডেটগণ উক্ত অফিসার শ্রেণীভূক্ত। জে এস আই ০৩/২০১০ এ উক্ত শ্রেণীর ক্যাডেটদের জন্য দৈনিক মেসিং ভাতা বাবদ ১১১/- টাকা হারে প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল: এ আর (আর) রুল-৪৮৬ অনুসরণ না করায় সরকারের ৭,৫৯,৬১,৫০১ টাকা আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: ক) বিএমএ'তে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটগণ অস্বাভাবিক কঠোর কায়িক শ্রম দিয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন সম্পাদনের কারণে প্রশিক্ষণকালীন খাদ্যে অতিরিক্ত ক্যালরির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সেনাসদরের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নং-৩১/ডি-II/৭৩/(৩৫), তারিখ: ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৪ এর মাধ্যমে ক্যাডেটদের জন্য দৈনিক মেসিং ভাতা ১০/-টাকা প্রদানের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। এ ভাতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান জেএসআই-৩/২০১০ মোতাবেক ১১১/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

খ) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ ভাতা প্রবর্তনের পূর্বেই বিএমএ'তে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটগণ পে এন্ড এলাউন্স রেগুলেশন ভলিউম-১ রুল-১২ (এ) মোতাবেক Free Messing and Lodging প্রাপ্য এবং উক্ত রুলের অনুচ্ছেদ 'খ' অনুযায়ী ক্যাডেটগণ রিক্রুট হিসেবে বিনামূল্যে রেশন প্রাপ্য। এছাড়াও এ আর (আর) রুলস-১০৪ মোতাবেক ক্যাডেটদেরকে রিক্রুট গণনা করে ভর্তি করা হয়।
গ) তাছাড়া বিএমএ'তে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের (জিসি) জন্য একই সময়ে ফ্রি রেশন এবং দৈনিক মেসিং ভাতা প্রদানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ফ্রি রেশন প্রদানের ব্যাপারে আর্মি রেগুলেশনস্ (আর) ৪৮৬ ও স্কেলস্ অফ এসআরএস এন্ড সাপ্লাইস্-১৯৮৮ রুল ৩৮' এবং পে এন্ড এ্যালাউন্স ভলিয়ম-১ রুলস্ -১২ এ স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং ক্যাডেটদের দৈনিক মেসিং ভাতা প্রদানের ব্যাপারে জেএসআই ৩/২০১০ এ স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যাডেটগণ অফিসার শ্রেণিভুক্ত। কাজেই এআর(আর) রুল ৪৮৬ মোতাবেক বিনামূল্যে রেশন প্রাপ্য নয়। তাছাড়া ক্যাডেটগণ জেএসআই মোতাবেক মেসিং এলাউন্স পেয়ে থাকেন। ক্যাডেটগণকে দৈনিক মেসিং এলাউন্স প্রদান করার পর বিনামূল্যে তাজা রশদ ইস্যুর সুযোগ নেই। কারণ মেসিং এর জন্য একদিকে দৈনিক ভাতা অন্যদিকে বিনামূল্যে তাজা রশদ দ্বৈত সুবিধা প্রাপ্য নয় বিধায় বিনামূল্যে তাজা রশদ ইস্যুর সাথে জড়িত ৭,৫৯,৬১,৫০১ টাকা আদায়যোগ্য ।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬/০৪/২০১৭খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত ৭,৫৯,৬১,৫০১ টাকা আদায় করত: সরকারি কোষাগারে জমা করে জমার প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৭

শিরোনাম: বিল এ্যাবস্ট্রাক্টে ও এমবিতে গাণিতিকভাবে বেশি, এবং নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৫১,৮০,৭৩৩ (একান্ন লক্ষ আশি হাজার সাতশত তেত্রিশ) টাকা।

বিবরণ: ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের এর ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে হিসাবের ওপর নিরীক্ষার কাজ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, এমবি, নকশা ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে বিল এ্যাবস্ট্রাক্টে ও এমবিতে গাণিতিকভাবে বেশি এবং নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে ৫১,৮০,৭৩৩ টাকা প্রাপ্যের অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে, যা আদায়যোগ্য। বিস্তারিত **পরিশিষ্ট ৭ এ** দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: এমবি ও বিল এ্যাবস্ট্রাক্টে গাণিতিকভাবে বেশি এবং নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: এমবি ও বিল এ্যাবস্ট্রাক্টে গাণিতিকভাবে বেশি এবং নকশার অতিরিক্ত মাপ এমবিতে রেকর্ড করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৫১,৮০,৭৩৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: জিই (নেভী) ঢাকা সেনানিবাস এবং জিই (আর্মি) প্রজেক্ট ঢাকা যাচাই বাছাই পূর্বক আপত্তির জবাব পরে জানানো হবে বলে জানান এবং এজিই (আর্মি) বান্দরবান, জিই (আর্মি) নর্থ ঢাকা, জিই (আর্মি) বগুড়া, জিই (নেভী) খুলনা জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যাচাই বাছাই করে জবাব পরে দেয়া হবে বলে জানানো হলেও, কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরারর বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত ৫১,৮০,৭৩৩ টাকা আদায় করত: সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম: প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে এসএম ব্যারাক ও বেসামরিক বাসস্থানে অস্বাভাবিক দরে বিভিন্ন প্রকার এবং বিশেষ ধরণের আসবাবপত্র সংযোজন ও সরবরাহ বাবদ ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬,৯২,৪০,৭১৬ (ছয় কোটি বিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত ষোল) টাকা।

বিবরণ: ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/বিমান/নৌ) কার্যালয়ের ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর নিরীক্ষার কাজ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

১) এজিই (আর্মি) খাগড়াছড়ি এর এসএম ব্যারাকে অতিরিক্ত মূল্যে কাপবোর্ড সরবরাহ ও সংযোজন বাবদ ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অথচ, MES Schedule of Rates-2012, Section-6, 6-154 এ এসএম ব্যারাকে সৈনিকের জন্য প্রাপ্য কাপবোর্ডের প্রতিটির মূল্য ৭,৫৫৮ টাকা নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করে সিডিউল মূল্যের চেয়েও অস্বাভাবিক অতিরিক্ত মূল্য ৪০,৭৩৫ ও ৪০,৭৫০ টাকা হারে কাপবোর্ড সংযোজন ও সরবরাহ বাবদ ঠিকাদারকে ২,২২,৩৪,৫০০ টাকা অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ০৮ (১-৫)** এ দেখানো হলো।

২) এজিই (আর্মি) খাগড়াছড়ি এর সৈনিকদের জন্য অস্বাভাবিক মূল্যে Table Dining JCO`s/OR`s (Plan no-F-84/92) সংযোজন ও সরবরাহ করা বাবদ ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অথচ, MES Schedule of Rates-2012, Section-28, 28-084 এ এসএম ব্যারাকে সৈনিকের জন্য প্রাপ্য Table Dining JCO`s/OR`s (Plan no-F-84/92) প্রতিটির মূল্য ৭,৩৮৯ টাকা নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করে সিডিউল মূল্যের চেয়েও অস্বাভাবিক অতিরিক্ত মূল্য ১৭,০০০ টাকা হারে Table Dining JCO`s/OR`s (Plan no-F-84/92) সংযোজন ও সরবরাহ করা বাবদ ঠিকাদারকে ১০,৭৬,৪৩২ টাকা অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ০৮ (২)** এ দেখানো হলো।

৩) এজিই (আর্মি) খাগড়াছড়ি এর সৈনিকদের জন্য প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে Bed single with 75mm thick coir mattress সংযোজন ও সরবরাহ বাবদ ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অথচ, MES Schedule of Rates-2012, Section-28, 28-105 এ এসএম ব্যারাকে সৈনিকের জন্য প্রাপ্য M&S Charpoy এর প্রতিটির মূল্য ১০,৮০৮ টাকা নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করে M&S Charpoy এর পরিবর্তে সৈনিকদের জন্য Bed single with 75mm thick coir mattress সংযোজন ও সরবরাহ বাবদ ঠিকাদারকে ১,০১,৩৬,১২০ টাকা অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ০৮ (৩)** এ দেখানো হলো।

৪) জিই (নেভী) ঢাকা এর বেসামরিক কর্মচারীদেরকে ফার্নিচার সরবরাহের নিয়ম না থাকলেও বেসামরিক বিবাহিত কর্মচারীদের সরকারি আবাসিক কলোনীতে ফার্নিচার সরবরাহ বাবদ ৬,৯৮,২৪০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ০৮** এ দেখানো হলো।

৫) এজিই (আর্মি) বান্দরবান এর এস এম ব্যারাকে প্রাধিকার বহির্ভূত বিশেষ ধরণের বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র সরবরাহে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩,৫০,৯৫,৪২৪ টাকা। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ০৮ (৫)** এ দেখানো হলো।

ফলে, ক্রমিক নং- ১-৫ এর বর্ননা এবং **পরিশিষ্ট ০৮** এর হিসাব মোতাবেক সর্বমোট ৬,৯২,৪০,৭১৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায় করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণ: MES Schedule of Rates-2012, Section-6, 6-154; Section-28, 28-084; Section-28, 28-105-এ উল্লিখিত মূল্য প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়। Barrack and Hospital (Furniture) Schedule (Section-`A')-2005 & 2013 অনুযায়ী বেসামরিক পারিবারিক বাসস্থানে বিনামূল্যে ফার্ণিচার সরবরাহের নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও সরবরাহ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়। এমইএস রেগুলেশন- প্যারা ২১ (সি) (ii) মোতাবেক বিশেষ ধরনের আইটেম ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ না করায় এ ধরণের অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে এসএম ব্যারাক ও বেসামরিক বাসস্থানে অস্বাভাবিক দরে বিভিন্ন প্রকার এবং বিশেষ ধরণের আসবাবপত্র সংযোজন ও সরবরাহ বাবদ ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৬,৯২,৪০,৭১৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ এজিই (আর্মি) খাগড়াছড়ির জবাবে বলা হয়েছে যে, এসএম ব্যারাকটি অন্যান্য এসএম ব্যারাকের মতো নয়। এখানে সব কিছুই উন্নতমানের যুগোপযোগীভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তাই আসবাবপত্রগুলি ইমারতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতমানের করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত, নকশা ও বিনির্দেশ মোতাবেক আসবাবপত্র সরবরাহ নেওয়া হয়েছে এবং সে মোতাবেক ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। জিই (নেভী) ঢাকা আপত্তির জবাব প্রদানে বিরত থাকেন ও এজিই (আর্মি) বান্দরবান আপত্তির জবাব নথিপত্র যাচাইয়ান্তে পরে জানানো হবে মর্মে উল্লেখ করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ। Barrack Synopsis অনুযায়ী এসএম ব্যারাকে MES Schedule of Rates-2012, Section-6, 6-154; Section-28, 28-084; Section-28, 28-105 মোতাবেক আসবাবপত্রের মূল্য প্রাপ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করে সিডিউল মূল্যের চেয়েও অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এসএম ব্যারাকে সৈনিকের The Scales of accommodation and accessories পরিবর্তন করতে হলে সরকারের তথা অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।
Barrack and Hospital (Furniture) Schedule (Section-`A')-2005 & 2013 অনুযায়ী বেসামরিক পারিবারিক বাসস্থানে বিনামূল্যে ফার্ণিচার সরবরাহের নিয়ম না থাকা সত্বেও সরবরাহ করা হয়েছে।

সরকারি ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত ৬,৯২,৪০,৭১৬ টাকা আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম: চুক্তির বি কিউ আইটেমে কেবিনেট (Family Space, Dining space, Living room) এবং এমডিএফ এর সংখ্যা হিসাবে দর থাকা অবস্থায় একই আইটেম/কাজ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে বর্গমিটার হিসাবে Agreed Rate এ ঠিকাদারকে ৩০,৭০,৬৮৩ (ত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ: জিই (নেভী) ঢাকা এর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ৬/৬/২০১৬ খ্রি. হতে ২৮/৬/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

১) জিই (নেভী) ঢাকা এর চুক্তি নং- সিইএন/২৬, ৭৬ অব ২০১৩-২০১৪ (চূড়ান্ত বিল সিবিআই নং-২০৭(ক)(খ) তাং-৩০/৬/২০১৫), মেসার্স মার্শাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লি: এর মাধ্যমে ১/৪/২০১৪ খ্রি. হতে ২৪/৬/২০১৫খ্রি. সময়ে নৌ সদর দপ্তর এলাকায় ১৫ তলা 'ডি' টাইপ ইমারতের ৭ম তলা হতে ১৫ তলা পর্যন্ত ফিনিসিং কাজ করা হয়েছে। চুক্তি নং-২৬ এর বিল অডিটকালে দেখা যায় যে, এ্যাব: আ: নং- ৬২,৬৩,৬৪ (এমবি নং-৫৪, পৃঃ ১৮,১৯) এবং চুক্তি নং সিইএ/৭৬ এর বিল এ্যাব: আ: নং- ১৬৯,১৭০,১৭১ (এমবি-৬৮, পৃঃ ৬৬,৬৭,৭০,৭১) তে কেবিনেট (Family Space, Dining space, Living room) এর কাজে চুক্তির বিকিউ আইটেম নং-৫১,৫২ ও ৫৩ তে সংখ্যা হিসাবে দর থাকা অবস্থায় একই আইটেমের পরিমাপ বর্গমিটার হিসাবে নিয়ে Agreed Rate এ ২৬,১৩,৯৯১ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ৯ (১-২) এ** দেখানো হলো।

২) জিই (নেভী) ঢাকা এর চুক্তিপত্র নং- সিইএন/৫৩ অব ২০১৩-২০১৪ (সিবিআই নং-২৭ তাং-১৪/৬/২০১৫) মেসার্স সাম ইন্টার (ইঞ্জি:) লি: এর মাধ্যমে ১/৬/১৪ খ্রি. - ৩১/১/২০১৫ খ্রি. সময়ে নৌসদর এলাকায় ইমারত নং- ৬০/এ এর ৪র্থ তলার উপর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ৬□২=১২ বিওকিউ নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত চুক্তির বিকিউ আইটেম নং-৬২, ৬৩ তে কেবিনেট বেড রুম এবং কেবিনেট/বুক সেলফ্ ও কম্পিউটার টেবিল এমডিএফ বোর্ড এর কাজ সংখ্যা হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করে ৪র্থ আরএআর তাং-১৭/১১/২০১৪ এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করার পর পরবর্তীতে উক্ত কাজের বিবরণে কিছু রদবদল করে অধিক দরে ব: মি: হিসাবে এগ্রিড রেইট এ ৪,৫৬,৬৯২ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে **পরিশিষ্ট ৯/২** দ্রষ্টব্য ।

ফলে উভয় বিলে সর্বমোট ৩০,৭০,৬৮৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা আদায় করা আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-৯ এ** দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: (ক) চুক্তির বি কিউ তে সংশ্লিষ্ট কাজের পরিমাপ সংখ্যা হিসাবে দর থাকা অবস্থায় একই আইটেম/কাজ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে বর্গমিটার হিসাবে এগ্রিড রেইট এ বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়। (খ) পলিসি ও প্রাধিকার অনুযায়ী এমডিএফ বোর্ড এর কাপ বোর্ড/কেবিনেট সংখ্যা হিসাবে চুক্তি সম্পাদন করে কিছুটা ছোট সাইজের কেবিনেট বার্মাটিক নামে বর্গমিটার হিসাবে অধিক দরে এগ্রিড রেইট এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম হয়েছে। এরূপ অনিয়মের বিষয়ে সেনা সদর কিউএমজি শাখা, ডি ডব্লিউ এন্ড সিই(আর্মি) ঢাকা-পত্র নং-৬০২/পলিসি/১০২/ই-৬ তাং-০৯/১০/২০১০ এর অনুচ্ছেদ ২ (চ) তে উল্লেখ করেন যে, চুক্তির সেকশন-৬, বিল অব কোয়ানটিটি (Preamble) এর নির্দেশনা অবশ্য পালনীয়। কিন্তু এমইএস সিডিউল এ বিদ্যমান রেইট এর অনুরূপ কাজ নির্বাহ না করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণনা কিছুটা রদবদল করে এর জন্য অধিক দরে Agreed Rate প্রস্তুত করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়।

ফলাফল: চুক্তির বিকিউ আইটেমে কেবিনেট (Family space, Dining space, Living room) এবং এমডিএফ এর সংখ্যা হিসাবে দর থাকা অবস্থায় একই আইটেম/কাজ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে বর্গমিটার হিসাবে এগ্রিড রেইটে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩০,৭০,৬৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: পরবর্তীতে পর্যালোচনা করে আপত্তিটির জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: বিকিউতে কেবিনেট (Family space, Dining space, Living room) এবং এমডিএফ বোর্ড এর মূল্য সংখ্যা হিসাবে দর থাকা অবস্থায় একই কাজের নাম ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে বর্গমিটার হিসাবে Agreed Rate তৈরি করে ঠিকাদারকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে যা আদায় করা আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১০/১০/২০১৬খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সময় ২৭/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৩/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৩০,৭০,৬৮৩ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করত: প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম: হেলিকপ্টারের ভাড়া আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩,২৭,৭২,৩২৩ (তিন কোটি সাতাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশত তেইশ) টাকা ।

বিবরণ: বিমান বাহিনী সদরদপ্তর ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস এর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব ২০/০৯/২০১৫খ্রি. হতে ১০/০১/২০১৬খ্রি. পর্যন্ত সময়ে Entity Wide Audit নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে হেলিকপ্টার বিল এবং শাখার নথি পত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, হেলিকপ্টার ব্যবহার করা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থা যথাসময়ে হেলিকপ্টার ভাড়া পরিশোধ করেনি। যার ফলে সরকারের ৩,২৭,৭২,৩২৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ১০** এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস্ সেকশন-৫ এর বিধি-৭(১) অনুযায়ী কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি বা আয় অতিসত্ত্বর সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। উক্ত বিধি অনুসরণ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩,২৭,৭২,৩২৩ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: অনাদায়ী হেলিকপ্টার ভাড়া বাবদ ৩,২৭,৭২,৩২৩ টাকা আদায়ের জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। সম্পূর্ণ টাকা আদায় সাপেক্ষে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব স্বীকৃতিমূলক। সম্পূর্ণ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান আবশ্যক ছিল। উল্লেখ্য যে, আপত্তিকৃত অর্থ যথাসময়ে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের সমপরিমান কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকারের ঘাটতি বাজেটের কারনে এ বাজেট পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১০/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৩৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৩ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উক্ত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক হেলিকপ্টার ভাড়া বাবদ অনাদায়ী ৩,২৭,৭২,৩২৩ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম: নির্দিষ্ট নাম, নম্বর ও ঠিকানাবিহীন ভবনে আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২৪,৪৬,৭১৯ (চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত উনিশ) টাকা।

বিবরণ: জিই (আর্মি) সাভার এর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ০১/০৬/২০১৭ খ্রি. হতে ২১/০৬/২০১৭ খ্রি. সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে এফ/এস উপবিভাগের চুক্তিপত্র, চূড়ান্ত বিল ভাউচার, এমবি, নকশা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সাভার সেনানিবাসের ৯ পদাতিক ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিটের পুরাতন অফিস/ভবনের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ দেখানো হয়েছে। কিন্তু উক্ত পুরাতন অফিস/ভবনের কোন প্রকার নাম, নম্বর ও ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ কাকে বা কার বরাবর ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ইস্যু করা হয়েছে তার কোন সুস্পষ্ট তথ্য বা প্রমাণক নিরীক্ষাধীন সময়ে পাওয়া যায়নি। পুরাতন ভবনের ফার্নিচার অকেজোকরণ বোর্ডের স্বপক্ষে কেবলমাত্র ঐ পরিমাণ ফার্নিচার ইস্যু করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট, নম্বর ও ঠিকানাবিহীন ভবনে একটি আসবাবপত্রের আইটেমও ইস্যু করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বেনামী ব্যক্তি ও ভবনের নামে আসবাবপত্র ইস্যু দেখিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২৪,৪৬,৭১৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ১১** এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: অকেজোকরণ বোর্ড গঠন ও এর সুপারিশ ছাড়াই নির্দিষ্ট নাম, নম্বর ও ঠিকানাবিহীন ভবনের আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ দেখিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় বর্ণিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: অকেজোকরণ বোর্ড গঠন ও এর সুপারিশ ছাড়াই আসবাবপত্র ক্রয় করে নির্দিষ্ট নাম, নম্বর ও ঠিকানাবিহীন ভবনে সরবরাহ করা দেখিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২৪,৪৬,৭১৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন চুক্তিপত্রের মাধ্যমে যে সমস্ত আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে তা অফিস এবং ভবনে দেখানো হয়েছে। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ, পুরাতন ভবনের ফার্নিচার অকেজোকরণ বোর্ডের সুপারিশ সাপেক্ষে কেবলমাত্র ঐ পরিমাণ ফার্নিচার ইস্যু করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট নাম, নম্বর ও ঠিকানাবিহীন ভবনে একটি আসবাবপত্রের আইটেমও ইস্যু করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বেনামী ব্যক্তি ও কোয়ার্টারের নামে আসবাবপত্র ইস্যু দেখিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখিত আসবাবপত্রগুলো কোথায়, কাকে ইস্যু করা হয়েছে তার কোন তথ্য নেই। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, উল্লিখিত আসবাবপত্র আদৌ ইস্যু করা হয়নি। অতএব, বেনামী ব্যক্তি ও ভবনের নামে আসবাবপত্র ইস্যু করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ২৪,৪৬,৭১৯ টাকা, যা আদায় হওয়া আবশ্যক ।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ২৬/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৮/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ২৪,৪৬,৭১৯ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম: সরবরাহকারী/ঠিকাদারগণের নিকট হতে তালিকাভূক্তি ও নবায়ন ফি অনাদায়/কম আদায় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৮,৭৬,০০০ (আট লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) টাকা।

বিবরণ: ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই (সেনা/নৌ/বিমান) কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ১/১১/১৫ খ্রি. হতে ১৫/১১/১৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকরা হয়। নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের রেজিস্টার ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, সরবরাহকারী ঠিকাদারদের নিকট হতে তালিকাভূক্তি ফি এবং বার্ষিক নবায়ন ফি আদায় করা হয়নি/কম আদায় করা হয়েছে। ফলে সরকারের ৮,৭৬,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১২ (১-৭) এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৫২ (৩) (ঙ) মোতাবেক নির্ধারিত হারে সরবরাহকারী/ঠিকাদারদের নিকট হতে তালিকাভূক্তিকরণ ও নবায়ন ফি অনাদায়/কম হারে আদায় করায় উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়।

ফলাফল: নির্ধারিত হারে তালিকাভূক্তিকরণ ও নবায়ন ফি অনাদায়/কম হারে আদায় করায় সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: ঠিকাদারের নিকট হতে তালিকাভূক্তি ও নবায়ন ফি বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব স্বীকৃতমূলক। জবাব অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

সরকারি আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০২/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে জবাব প্রাপ্তির লক্ষ্যে ০২/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, আপত্তিকৃত ৮,৭৬,০০০ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম: বিধিবহির্ভূতভাবে বার্ষিক প্রশিক্ষণ ব্যয় (এটিজি সাধারণ খাত ৪৮৪০) এর টাকা দিয়ে জমি ক্রয় বাবদ ২,০২,৬৫,০০০ (দুই কোটি দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ: এফসি (আর্মি) লগ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০১২-২০১৪ সালের হিসাব ১৮/৮/২০১৪ খ্রি. হতে ২৮/৮/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল রেজিস্টার, বায়নাপত্র, মূল দলিল, আর্থিক মঞ্জুরীপত্র ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, সিএলএ রুলস্-১৯৩৭ এর বিধি ২(৫), ৩,৪,৫ অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর ভূ-সম্পত্তি শুধুমাত্র এমইও কর্তৃক ক্রয় করার বিধান থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা ও বিধি বহির্ভূতভাবে উক্ত ইউনিট কর্তৃক প্রশিক্ষণ ব্যয় (সাধারন) খাত ৪৮৪০ কোডের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা জমি ক্রয় করা হয়েছে। ৯০২, সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, ইএমই রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস কর্তৃক বার্ষিক প্রশিক্ষণ ব্যয় (এটিজি সাধারণ খাত ৪৮৪০) এর বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ইউনিটের এপিসি ফায়ারিং রেঞ্জের জন্য বিধিবহির্ভূতভাবে জমি ক্রয় বাবদ সর্বমোট ২,০২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩)।

অনিয়মের কারণ: সিএলএ রুলস্-১৯৩৭ এর বিধি ২(৫), ৩,৪,৫ অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর ভূ-সম্পত্তি শুধুমাত্র এমইও কর্তৃক ক্রয় করার বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত ইউনিট কর্তৃক প্রশিক্ষণব্যয় (সাধারন) খাত ৪৮৪০ কোডের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা জমি ক্রয় করায় অনিয়মটি সংঘটিত হয়।

ফলাফল: ক্ষমতা ও বিধিবহির্ভূতভাবে বার্ষিক প্রশিক্ষণ ব্যয় (এটিজি সাধারণ খাত ৪৮৪০) এর টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করায় অনিয়মিত ব্যয় ২,০২,৬৫,০০০ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: আলোচ্য অনিয়মের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হবে এবং তাদের নিকট হতে জবাব পাওয়ার পর চূড়ান্ত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ সামরিক বাহিনীর ভূ-সম্পত্তি এমইও কর্তৃক ক্রয় করে খতিয়ানভুক্ত করা হয়। অত:পর বন্টন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করত: বিভিন্ন ইউনিট/ফরমেশনের প্রয়োজনীয় প্রাধিকার অনুযায়ী বন্টন করার বিধান রয়েছে। ইউনিট কর্তৃক ক্রয়কৃত জমি খতিয়ানভুক্তের অতিরিক্ত বিধায় বার্ষিক প্রশিক্ষণব্যয় (এটিজি সাধারণ খাত ৪৮৪০) এর টাকা দিয়ে জমি ক্রয় বাবদ ২,০২,৬৫,০০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে গণ্য। অতএব জবাব মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

সরকারি আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ০৯/০২/২০১৫ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০/৩/২০১৫ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ২৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৮ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, আপত্তিকৃত বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বিধি বহির্ভূতভাবে অনিয়মিত ব্যয়টি নিয়মিত/সমন্বয় করে প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম: ভবনের প্রকৃত এরিয়া অপেক্ষা কম এরিয়া দেখিয়ে গৃহকর নির্ধারণ করা এবং অনেকগুলির ক্ষেত্রে আদৌ গৃহকর নির্ধারণ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৫৯,৯১,৯০৭ (এক কোটি উনষাট লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত সাত) টাকা।

বিবরণ: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৫/০২/২০১৫ খ্রি. হতে ১৩/০৪/২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে এনটিটি ওয়াইড নিরীক্ষাকরা হয়। নিরীক্ষাকালে গৃহকর দাতার গৃহকর নির্ধারণের নথিপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়। সংক্ষেপে উক্ত যাচাই পর্যবেক্ষণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:

বিবরণ	কেইস	আর্থিক ক্ষতি	
প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক গৃহকর কম নির্ধারণ করা	১৭	৩১,৮৪,৭১৪	পরিশিষ্ট-১৪/১
প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক গৃহকর নির্ধারণ না করা	১৬	১,২৮,০৭,১৯৩	পরিশিষ্ট-১৪/২
মোট=	৩৩	১,৫৯,৯১,৯০৭	

যাচাইকালে গৃহকর পুন:হিসাবে পরিলক্ষিত হয় যে, **পরিশিষ্ট-১৪/১** এ বর্ণিত কেইসগুলিতে **(i)** ভুল গৃহকর নির্ধারণ করা হয়েছে। (ii) কিছু ক্ষেত্রে ভবনের এরিয়া কম দেখানো হয়েছে। (iii) ত্রুটিপূর্ণভাবে ভবনের তলা (Floor Levels) গণনার কারণে ভবনের এরিয়া কম নির্ধারণ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১৪/২ এ বর্ণিত সকল কেইসের ক্ষেত্রে গৃহকর নির্ধারণের কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক গৃহকর নির্ধারণ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট-১৯২৪ এর সেকশন ৭০-৭২ মোতাবেক গৃহকর নির্ধারণ না করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভবনের প্রকৃত এরিয়া অপেক্ষা কম এরিয়ার গৃহকর ধার্য করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল: সঠিক পদ্ধতিতে গৃহকর নির্ধারণ না করা/ভুল গৃহকর নির্ধারণ করায় সরকারের ১,৫৯,৯১,৯০৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সালের অডিট নিরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে গৃহকর আদায়ের জন্য পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে। আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের পর নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি। গৃহকর নির্ধারণ এর ওপর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে নমুনা হিসাবে যাচাইকৃত কেইসগুলোতে রাজস্ব বাবদ ১,৫৯,৯১,৯০৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৩,০০০ গৃহকরদাতার মধ্যে মাত্র ৩৩ টি কেইস যাচাই করে গৃহকর খাতে ১,৫৯,৯১,৯০৭ টাকা ক্ষতি উদঘাটিত হওয়ায় সকল কেইসের বিপরীতে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমান অনেক বেশি হবে।

সরকারি আর্থিক ক্ষতির বিষয় উলেস্নখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৭/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ৩০/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৮/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: (১) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অতিসত্ত্বর গৃহকর বিশেষ করে বৃহৎ হিসাবধারীর গৃহকর পুন:নির্ধারণের পদক্ষেপ নেয়া এবং অধার্যকৃত অথবা কম ধার্যকৃত গৃহকর আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক গৃহকর মনিটরিং সিস্টেম জোরদার করা যাতে প্রযোজ্য সকল গৃহকর সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে ধার্য ও আদায়ের আওতায় আনা নিশ্চিত করা যায়। (২) আপত্তিকৃত অর্থ সত্ত্বর আদায় করে এবং অন্যান্য কেইসগুলোর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে গৃহকর নির্ধারণসহ কর আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক প্রমাণক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

শিরোনাম: মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত প্রাধিকার বহির্ভূত বিদেশে তৈরী বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক আইটেমের কাজ চুক্তির বিকিউতে ১০টি অন্তর্ভুক্ত করে তদস্থলে ৩৯২টি কাজের পরিমাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৫৯,২১,০০০ (উনষাট লক্ষ একুশ হাজার) টাকা।

বিবরণ: জিই (আর্মি) মিরপুর সেনানিবাসের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ০১/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০১/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র নং-ই-ইন-সি/২৭ অব ২০১৪-২০১৫ চুক্তিমূল্য ১২,৪৩,১৯,৩২৮.৭৫ টাকা যা ভেরিয়েশন অর্ডারে ৩৮.০৮% অধিক ধরে ১৭,১৬,৫৬,৩৫৪.৯৩ টাকা সংশোধন করা হয়েছে। (সিবিআই নং-১৭ তাং ৩০/০৬/১৬) মেসার্স সামসুদ্দিন মিয়া এন্ড এসোসিয়েটস্ লি: এর মাধ্যমে ডি এস সি এন্ড এস সি'র একাডেমিক ভবন (৮ম তলা) এর আনুষঙ্গিক কাজসহ অবশিষ্ট কাজের অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ করণের কাজ করা হয়।

উক্ত কাজের ই/এম-১ এর ইন্টারনাল ইলেকট্রিক কাজের চুক্তির বিকিউ আইটেম নং-১৫৫ তে S/F of floor mounted socket box made of SS Sheet with hydraulic open & closing system 1×3 pin socket flat & 1×2 pin socket fixed as box with all complete (foreign made) কাজে ১০টির জন্য ×@ ১৫,৫০০ = ১,৫৫,০০০/- টাকা ধরে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কিন্তু E/M Abst. item no-57 (MB-6070 page 25&42) তে (১৩৪+২৫৮) = ৩৯২ টির পরিমাপ নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে (৩৯২-১০) ৩৮২ টি ×@ ১৫,৫০০ = ৫৯,২১,০০০ টাকা। উক্ত আইটেমটি এমইএস সিডিউল অব রেইটস এ অন্তর্ভুক্ত নেই। উক্ত কাজটি বিশেষ আইটেম হিসেবে কাজ করা হয়েছে। ফলে এমইএস রেগুলেশন প্যারা-২১ সি (i) & (ii) অনুযায়ী বিশেষ আইটেমের কাজ হিসেবে আলাদাভাবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি।

অনিয়মের কারণ: মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত প্রাধিকার বহির্ভূত বিদেশে তৈরি বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক আইটেমের কাজ চুক্তির বিকিউতে ১০টি অন্তর্ভুক্ত করে তদস্থলে ৩৯২টির কাজের বিল বাবদ ৫৯,২১,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফল: মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত প্রাধিকার বহির্ভূত বিদেশী তৈরী বিশেষ ধরণের আইটেম ১০টির কাজ চুক্তির বিকিউতে অন্তর্ভুক্ত করে ৩৯২টির বিল পরিশোধ করায় সরকারি অর্থের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে বলা হলেও কিছুই জানানো হয়নি। প্রাধিকার বহির্ভূত বিদেশে তৈরি বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক আইটেম এর কাজের জন্য এমইএস রেগুলেশন প্যারা-২১ সি (i) & (ii) অনুযায়ী বিশেষ আইটেমের কাজ হিসেবে আলাদাভাবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা নেয়া হয়নি। ফলে চুক্তির অতিরিক্ত ও প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে ৫৯,২১,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা আদায় করা আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ০৮/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৮/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৫৯,২১,০০০ টাকা আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম: প্রাধিকার ও চুক্তির অনুমোদিত বি কিউ বহির্ভূত ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস স্থাপনের নীচে ৭৫ মি.মি. পুরুত্ব পিসিসি (১:২:৪) কাজের পরিমাপ নিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭,৪৭,০৬৯ (সাত লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার উনসত্তর) টাকা।

বিবরণ: জিই (আর্মি) মিরপুর সেনানিবাসের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা ০১/০১/২০১৭খ্রি. হতে ৩০/০১/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্র নং-ই-ইন-সি/৩৮ অব ২০১৪-২০১৫ (সিবিআই নং-৩ তাং ২৮/০৬/১৬) ঠিকাদার মেসার্স কনস্ট্রাকশন ইকোটেকচার লি: এর মাধ্যমে ২০/০১/২০১৫ খ্রি. হতে ৩১/০৫/২০১৫ খ্রি. সময়কালে এনডিসি এর ইমারত নং-৫০৩ এর ৬ তলার উপর করিডোরে ও লিফটকোরে (নতুন) আনুষঙ্গিক কাজসহ প্রিফেব্রিকেটেড স্টীল স্ট্রাকচার দ্বারা মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত চুক্তিতে ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস স্থাপনের নীচে ৭৫ মি.মি. পুরুত্ব পিসিসি অপ্রয়োজনীয় বিধায় চুক্তির বি কিউতে উক্ত কাজের পরিমাপ ধরে চুক্তি করা হয়নি। তা সত্বেও উক্ত চুক্তির ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস স্থাপনের নীচে ৭৫ মি.মি. পুরুত্ব পিসিসি (১:২:৪) কাজ দেখিয়ে এমবি নং-৬০৪১ পৃ-৪৫ আইটেম নং-৭৭ তে ৮৭ ঘ.মি. রেকর্ড করে বিল এ্যাব: আ: নং-৭৫ তে চুক্তির বিকিউ বহির্ভূত আইটেম হিসেবে এগ্রিড রেইটে ৮৭ ঘ. মি. @ ৮৫৮৭ (এগ্রিড রেইট) হিসাবে মোট ৭,৪৭,০৬৯ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সেনাসদর ই-ইন-সি'র শাখা পূর্ত পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং-১০০০/১৫/পলিসি/৩/১০ তাং-০৯/১০/২০০৫ অনুযায়ী ২য় তলা হতে তদুর্দ্ধ তলার টাইলস্ বিশিষ্ট ফ্লোরে শুধুমাত্র সিমেন্ট মর্টার দিয়ে টাইলস্ স্থাপনের নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস্ স্থাপনের নীচে অপ্রয়োজনীয় ৭৫ মি.মি. পুরুত্ব পিসিসি কাজের পরিমাপ নিয়ে প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে এগ্রিড রেইটে ঠিকাদারকে ৭,৪৭,০৬৯ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
অনিয়মের কারণ: সেনাসদর ই-ইন-সি'র শাখা পূর্ত পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর পত্র নং-১০০০/১৫/পলিসি/৩/১০ তাং-০৯/১০/২০০৫ অনুযায়ী ২য় তলা হতে তদুর্ধ তলার টাইলস্ বিশিষ্ট ফ্লোরে শুধুমাত্র সিমেন্ট মর্টার দিয়ে টাইলস্ স্থাপনের নির্দেশনা অনুসরণ না করে প্রাধিকার ও চুক্তির অনুমোদিত বি কিউ বহির্ভূতভাবে ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস্ স্থাপনের নীচে ৭৫ মি.মি. পুরুত্ব পিসিসি (১:২:৪) কাজের পরিমাপ নিয়ে চুক্তির বিকিউ বহির্ভূত আইটেম হিসাবে এগ্রিড রেইটে ঠিকাদারের ৭,৪৭,০৬৯ টাকা বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়।
ফলাফল: ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস্ স্থাপনের নীচে প্রাধিকার ও চুক্তির অনুমোদিত বি কিউ বহির্ভূতভাবে ৭৫ মি.মি. পুরুত্ব পিসিসি (১:২:৪) কাজের পরিমাপ নিয়ে চুক্তির বিকিউ বহির্ভূত আইটেম হিসাবে এগ্রিড রেইটে ৭,৪৭,০৬৯ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: চুক্তিপত্রের অনুকূলে অনুমোদিত সীট নং-এ-৭ অনুযায়ী বাস্তবে কাজ সম্পন্ন করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ সেনাসদর ই-ইন-সি'র শাখা পূর্ত পরিদপ্তর, সেনানিবাস এর পত্র নং ১০০০/১৫/পলিসি/৩৫/ই-১০ তাং ০৯/১০/২০০৫ অনুযায়ী ২য় তলা হতে টাইলস্ বিশিষ্ট ফ্লোরের নীচে পিসিসি কাজ করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র সিমেন্ট মর্টার দিয়ে স্থাপনের নির্দেশনা আছে। সে মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনের সময় বিকিউতে উক্ত কাজ ধরে অনুমোদন নেয়া হয়নি। উহা সত্ত্বেও ৭ম তলার ফ্লোরে টাইলস্ স্থাপনের নীচে প্রাধিকার ও চুক্তির অনুমোদিত বি কিউ বহির্ভূতভাবে ৭৫ মি.মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট পিসিসি **(১:২:৪)** কাজের পরিমাপ নিয়ে ৭,৪৭,০৬৯ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে, যা আদায় করা আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ০৮/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৮/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ৭,৪৭,০৬৯ টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনাম: প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় না করে বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিকে নগদে প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি ৯,০৫,০০০ (নয় লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা।

বিবরণ: অর্ডন্যান্স পরিদপ্তরের আওতাধীন সিএমটিডি, ঢাকা সেনানিবাস এর ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাবের ওপর এনটিটি ওয়াইড নিরীক্ষা ২৫/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে ২০/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে সামরিক শাখার এটিজি খাতে বরাদ্দকৃত টাকার বিল, ভাউচার, লেজার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, সদর দপ্তর লগ এরিয়ার পত্র নং-২৩.০.০৫.১৬ তাং-২৫/০৫/১৬ এর মাধ্যমে ৪৮৪০-প্রশিক্ষণ (এটিজি সাধারণ) খাতে সিএমটিডিকে ১০,০০,০০০ টাকা প্রশিক্ষন মাঠ প্রস্তুতকরণ, সংস্কার, মেরামত, স্টেশনারী ক্রয় সহ বিবিধ কাজের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত কাজ না করে সিএমটিডি পত্র নং-২৩.০১.০৬.১৬ তাং-২২/০৬/১৬ এর মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ ১০,০০,০০০ টাকা হতে ভ্যাট বাবদ ৫৫,০০০ টাকা, আয়কর বাবদ ৪০,০০০ টাকা বাদে ৯,০৫,০০০ টাকা বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠান সদর দপ্তর, লগ এরিয়া, জিএস শাখা, ঢাকা ক্যান্ট এর পক্ষে বিজেও ৪৬২১৭ ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ ছালাম কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।
প্রশিক্ষণ খাতের টাকা সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় না করে ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ/প্রাইভেট ফান্ডে স্থানান্তর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত এবং বরাদ্দ পত্রের অনুচ্ছেদ ০২ মোতাবেক এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না বলে শর্তারোপ করা হয়। যা অনুসরণ করা হয়নি। যেহেতু উক্ত বরাদ্দকৃত ১০,০০,০০০ টাকার মধ্যে ৯,০৫,০০০ টাকা ৩০/০৬/২০১৬খ্রি. তারিখের মধ্যে ব্যয় হয়নি সেহেতু উক্ত টাকা তামাদি হয়েছে, যা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক ।

অনিয়মের কারণ: বাজেট বরাদ্দ পত্রের অনুচ্ছেদ ০২ এ এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় না করার নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ/প্রাইভেট ফান্ডে স্থানান্তর করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: বাজেট বরাদ্দ পত্রের অনুচ্ছেদ ০২ এর নির্দেশনা উপেক্ষা করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তি সমূহের ওপর লিখিত জবাব দানে বিরত থাকেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য: সরকারি খাতের টাকা ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণ/প্রাইভেট ফান্ডে স্থানান্তর করা বিধি সম্মত হয়নি। এছাড়া বরাদ্দকৃত ১০,০০,০০০ টাকার মধ্যে ৯,০৫,০০০ টাকা ৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে যেহেতু ব্যয় হয়নি সেহেতু উক্ত টাকা তামাদি হয়েছে বিধায় আপত্তি মোতাবেক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১১/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ০৯/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৪/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৪৫০ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২৮ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩২২ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৯,০৫,০০০ টাকা আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

শিরোনাম: ''এ'' শ্রেণীর জমিতে বিধি বিহির্ভূতভাবে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে বোর্ড ফান্ডের অর্থ ব্যয় করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪৯,৮৩,৮৩৬ (উনপঞ্চাশ লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত ছত্রিশ) টাকা।

বিবরণ: সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরসহ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের এর ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে হিসাবের এনটিটি ওয়াইড নিরীক্ষা ২৫/০৯/২০১৬ খ্রি. হতে ৩১/০১/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে পূর্ত কাজের চুক্তিপত্রের নথি, এমবি ও সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ''এ'' শ্রেণীর জমিতে বিধি বহির্ভূতভাবে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে বোর্ড ফান্ডের অর্থ ব্যয় করার ফলে সরকারের ৪৯,৮৩,৮৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। Cantonment Land Administration Rules-1937 এর বিধি-৫ মোতাবেক এ-১ শ্রেনীভূক্ত সামরিক জমিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা/কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ নেই, বরং লীজ গ্রহণের মাধ্যমে বি-৪ অথবা সি শ্রেণীর জমিতে পরিবর্তন পূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ আছে। অর্থাৎ উক্ত রুলস্ এর বিধি-২২,২৬, ২৮(১) ও ৩১ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমইও এর নিকট হতে উক্ত জমি ইজারা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা না করে এ-১ শ্রেণীর জমিতে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ বাবদ বোর্ড ফান্ডের অর্থ ব্যয় করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

অনিয়মের কারণ: সি এল এ -১৯৩৭ এর রুল-৫ অনুসরণ না করায় বর্ণিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: উপরোক্ত বিধি অনুসরণ না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয় ৪৯,৮৩,৮৩৬ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব: যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য: জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ যাচাই বাছাই করত: পরবর্তীতে জবাব দেয়ার কথা বলা হলেও জবাব দেয়া হয়নি। সিএলএ-১৯৩৭ এর রুল-৫ মোতাবেক "এ" শ্রেণীর জমিতে সামরিক কার্যক্রম ব্যতীত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা এরুপ অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণ করার সুযোগ নেই। উক্ত সিএলএ রুলস্-১৯৩৭ এর বিধি-২২,২৬,২৮(১) ও ৩১ মোতাবেক জমির শ্রেণীর পরিবর্তন করে লীজ গ্রহণের মাধ্যমে বি-৪ অথবা সি শ্রেণীর জমিতে রূপান্তর করে বোর্ড ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয় ৪৯,৮৩,৮৩৬ টাকা।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে ১২/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৭/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তি মূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়–দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৪৯,৮৩,৮৩৬ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৯

শিরোনাম: প্রাধিকার বহির্ভূত জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৪,৪১,১৬২ (চৌদ্দ লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত বাষট্টি) টাকা।

বিবরণ: জিই (নেভী) সাউথ চট্টগ্রাম এর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৪/০৪/১৭ খ্রি. হতে ২২/০৫/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, (১) চুক্তিপত্র নং-সিইএন/৬৯ অব ২০১৪-২০১৫, এর মাধ্যমে চট্রগ্রামস্থ শাহ আমানত বিমান বন্দরে নেভাল এভিয়েশনের জন্য হ্যাংগার নির্মাণ কাজে ঠিকাদার মেসার্স ডর্ক ইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লি: কে বিল নং-৩৫/আইকে/৪৭২/বিআর-১, তাং-২৬/০৬/২০১৬ খ্রি., সিবিআই নং-১৪০, তাং-৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. এবং (২) চুক্তিপত্র নং-সিইএন/০১ অব ২০১৫-২০১৬, এর মাধ্যমে চট্রগ্রামস্থ বানৌজা ঈশা খানের অস্বাভাবিক মেরামত কাজের আওতায় ওয়ার্ড রুম, ইমারত নং-২৩ এর কক্ষ নং-৩০১ হতে ৩১২ এর মেরামত ও সংস্কার কাজে জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন বাবদ ঠিকাদার মেসার্স প্যারেন্টস্ এন্টারপ্রাইজ কে বিল নং-৩৫/আইকে/৬১৭,তাং-২৭/০৬/২০১৬ খ্রি., সিবিআই নং-১৬৯, তাং-৩০/০৬/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হয়।

সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তরের পত্র নং-২০০/০৯/কারিগরি সম্মেলন/ই-৬/,তাং-৩১/৮/২০০৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত পত্রের নির্দেশনায় জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন কাজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এমইএস কারিগরি সম্মেলন-২/২০০৬ এর কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৪ এ জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন কাজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চেয়ে প্রেরিত পত্রটি অনুমোদন ব্যতিরেকে ফেরত দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। চুক্তি ২টির জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ আইটেম হিসাবে (Case by Case) সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। সে কারণে উক্ত চুক্তি ০২টির ক্ষেত্রে জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং প্রাপ্য নয়। ফলে (১) চুক্তি পত্র নং-সিইএন/৬৯ অব ২০১৪-২০১৫ এর এ্যাবস্ট্রাক্ট আইটেম নং -২৫, এমবি নং- ৪৩৫ অব২০১৪-২০১৫, পাতা নং-৭৮ এ ৬৪৯.৭৭ বর্গমিটার জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন কাজে প্রতি বর্গমিটার ১,১০০ টাকা দরে ৬৪৯.৭৭ ব.মি. এর মূল্য বাবদ ৭,১৪,৭৪৭ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(২) চুক্তিপত্র নং-সিইএন/০১ অব ২০১৫-২০১৬ এর এ্যাবস্ট্রাক্ট আইটেম নং-৫, এমবি নং- ৫২৭ অব ২০১৫-২০১৬, পাতা নং-১১ ও ৪৫ তে ২৫৫.৫৪ এবং ২৫৬.০২ বর্গমিটার জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন বাবদ প্রতি বর্গমিটার ১৪২০ টাকা দরে ৫১১.৫৬ বর্গমিটার এর মূল্য বাবদ ৭,২৬,৪১৫ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ফলে উভয় মিলে (৭,১৪,৭৪৭+৭,২৬,৪১৫) = ১৪,৪১,১৬২ টাকা প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তরের পত্র নং-২০০/০৯/কারিগরি সম্মেলন/ই-৬/,তাং-৩১/৮/২০০৬ খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রস্তাবিত জিপসাম বোর্ড ফলস্ সিলিং স্থাপন কাজে প্রতিক্ষেত্রে (Case by Case) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন ছিল। তা না করায় প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যয় করা হয়েছে।

ফলাফল: প্রাধিকার বহির্ভূত ফলস্ সিলিং কাজের মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাবে বলা হয় যে, যাচাই করে পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: কাজ প্রাপ্যতা বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে নকশায় অন্তর্ভূক্ত করে কাজ সম্পাদন করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২২/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৪/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১৫/০৩/২০১৮খ্রি. তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৫৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৪ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১৪,৪১,১৬২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২০

শিরোনাম: পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৪৫,৫২,২১,৩৮০ (একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ একুশ হাজার তিনশত আশি) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট/ফরমেশন এবং সিজিডিএফ এর আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়সমূহের ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব বিভিন্ন সময়ে এনটিটি ওয়াইড নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিল পরিশোধকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত আয়কর আদায় সংক্রান্ত আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করা হয়নি। ফলে সরকারের **১৪৫,৫২,২১,৩৮০** টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ১৫/১, ১৫/২ এবং ১৫/৩** এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ধারা-৫২ (বিধি-১৬), ৫২ AA পেশাগত ফি/সম্মানী,ধারা-৫৩ (E) কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফি; ৫৩ (G) বীমা, ধারা-৫৩ (K) বিজ্ঞাপন বিলের উপর, ধারা-৫২ (K) ট্রেড লাইসেন্স, ধারা-৫৩ (C) বিধি-১৭ নিলামে বিক্রি বা ইজারা, অর্থ আইন-২০১২, ২০১৪ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: বিভিন্ন পরিশোধিত বিল হতে সরকার কর্তৃক জারিকৃত আয়কর কর্তন আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ঠিকাদারের বিল যাচাইবাছাই এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল হতে আয়কর কর্তন করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর কর্তনের সুস্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও তা অনুসরণ না করায় সরকারের **১৪৫,৫২,২১,৩৮০** টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা আদায় হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, আয়কর বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ যথা সময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের সমপরিমাণ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা সরকারের ঘাটতি বাজেটের কারণে এবং এই বাজেট পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক, বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

সরকারি আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক জবাব না পাওয়ায় তাগিদপত্র এবং বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। প্রাপ্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৬৮২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮১টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০১টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-২১

শিরোনাম: পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৩৬,২২,১০,৬৪৭ (তিনশত ছত্রিশ কোটি বাইশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত সাতচল্লিশ) টাকা।

বিবরণ: বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট/ফরমেশন এবং সিজিডিএফ এর আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়সমূহের ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব বিভিন্ন সময়ে এনটিটি ওয়াইড নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিল পরিশোধকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত ভ্যাট আদায় সংক্রান্ত আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ফলে সরকারের ৩৩৬,২২,১০,৬৪৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট ১৬/১, ১৬/২ এবং ১৬/৩** এ দেখানো হলো।

অনিয়মের কারণ: মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন, ১৯৯১, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩খ্রি. তাং ০৬/০৬/২০১৩ খ্রি. সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪খ্রি. তাং ০৫/০৬/২০১৪ খ্রি. এবং সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/ ২০১৬খ্রি. তাং ০২/০৬/২০১৬ খ্রি. মোতাবেক এস কোড-০০৩.১০ মোটর গাড়ীর গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ, এস কোড-০০৪.০০ নির্মাণ সংস্থা, এস কোড-০২৪.০০ আসবাবপত্র (উৎপাদন ও বিপণন), এস কোড-০৩১.০০ পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, এস কোড-০৩৩.০০ ইজারাদার, এস কোড-০৩৭.০০ যোগানদার, এস কোড-০৪৮ পরিবহন ঠিকাদার, এস কোড-০০৪৯ যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, এস কোড-০৫৩.০০ বোর্ড সভায় যোগদানকারী, এস কোড-০৬৫ ভবন মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার/রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা, এস কোড-০৭২.০০ মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, এস কোড-০৯৯.৩০ অন্যান্য ও বিবিধ সেবা মোতাবেক নির্ধাধিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল: বিভিন্ন পরিশোধিত বিল হতে সরকার কর্তৃক জারিকৃত ভ্যাট কর্তন আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ঠিকাদারের বিল যাচাই বাছাই এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল হতে ভ্যাট কর্তন করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয় কারণ যাচাই বাছাই ও ভ্যাট কর্তন করে নিরীক্ষাকে জানানোর কথা বলা হলেও তা করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট কর্তনের সুস্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও তা অনুসরণ না করায় সরকারের ৩৩৬,২২,১০,৬৪৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা আদায় হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, ভ্যাট বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ যথা সময়ে সরকারি কোষাগারে জমা দিলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের সমপরিমাণ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা ঘাটতি বাজেটের কারনে এবং এই ঘাটতি বাজেট পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক, বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হার সুদে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

সরকারি আর্থিক ক্ষতির বিষয় উলেস্নখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক জবাব না পাওয়ায় তাগিদপত্র এবং বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। প্রাপ্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ৬৮২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮১টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০১টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, উপরোল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২২

শিরোনাম: স্বাক্ষরবিহীন কোটেশন ও বিল ভাউচার দিয়ে বিভিন্ন স্টেশনারী আইটেম কম্পিউটার প্রিন্টার ও ফটোকপি মেশিনের টোনার ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬০,০৬,৬৫২ (ষাট লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত বায়ান্ন) টাকা।

বিবরণ: (১) অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, Disaster Responce Exercise and Exchange (Dree)-2015 শীর্ষক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যৌথ অনুশীলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণ কোড-৪৮৪০ হতে এবং ৪র্থ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক-সামরিক সংলাপ ২০১৫ এর জন্য কোড ৪৮৪২ (সেমিনার কনফারেন্স খাত) হতে স্টেশনারী ক্রয় বাবদ তোফাজ্জল বুক হাউস, ১৯ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-কে ২২,০৫,০৪৯ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিলসমূহ যাচাইকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট ১৭(১) এ বর্ণিত আইটেমসমূহ ক্রয়ের নিমিত্তে কোটেশন দাখিলের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬টি তে ১১,৮৯,৯৩৩ টাকা ব্যয়ের এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২টি তে ১০,০০,০০০ টাকা ব্যয়ের নিমিত্তে ৮টি (৬+২) তে মোট ২২,০৫,০৪৯ টাকার দরপত্র আহবান করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর রুল-৯০(২)(ক) অনুসারে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়াও কোটেশন ও বিলে উল্লিখিত স্টেশনারী আইটেমসমূহের মাঝে অনেক অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে Dree-2014 এর স্টেশনারী সরবরাহ আদেশের তালিকার ক্রমিক নং-১১ তে অফসেট পেপার ৫০ রীম, আবার ক্রমিক নং-২৯ তে অফসেট পেপার ৯৫ রীম উল্লেখ রয়েছে। অথচ ১৪৫ রীম অফসেট পেপার একটি দফায় উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল। আবার সরবরাহ আদেশের ক্রমিক নং-১ এ ব্যাগ (পিতলের স্টীকারসহ) ও ২ এ নোটবুক প্রিন্ট উল্লেখ থাকলেও বিলে ক্রমিক-১ এ লেজার পয়েন্টার-২০টি এবং ২ এ আমন্ত্রণপত্র ২০০টি উলেস্নখ রয়েছে; আবার ১২.০৮.২০১৪ তারিখে মালামাল লেজার চার্জে গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাগ-২০০টি এবং নোটবুক প্রিন্ট-২০০টি লেজার চার্জে গ্রহণ দেখানো হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি হলো এই যে, মালামাল ক্রয় দেখানো হয়েছে ১৪.০৮.২০১৪ তারিখে কিন্তু মালামাল লেজার চার্জে গ্রহণ দেখানো হয়েছে ১২.০৮.২০১৪ তারিখে, অর্থাৎ ক্রয়ের পূর্বেই মালামাল লেজার চার্জে নেয়া হয়েছে।
(২) এএফডি কার্যালয়ের জন্য বাজেট সাব কোড ৪৮৯৯ (অন্যান্য খাত) হতে স্বাক্ষরবিহীন কোটেশন ও বিল দ্বারা কম্পিউটার প্রিন্টারের এবং ফটোকপি মেশিনের টোনার ক্রয় করে Earth International, Plot-15, Block-KA, Section-6, Senpara Parbota, 3 No Boundary Road Mirpur, Dhaka-1216-**কে** ৫,৫৯,১৪৮ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট-১৭** (২) তে উল্লেখ করা হয়েছে। বিলসমূহ যাচাইকালে দেখা যায় যে, উল্লিখিত আইটেমসমূহ ক্রয়ের জন্য এএফডি এর পত্র নম্বর যথাক্রমে ০৬.০০.০০০০.০২৬.১৬৮.০০১.১৪ তারিখ ২৮.০৯.২০১৪, নং-০৬.০০.০০০০. ০২৬.১৬৮. ০০১.১৪ তারিখ:-২১.০৯.২০১৪ এবং নং-০৬.০০.০০০০.০২৬.১৬৮.০০১.১৪ তারিখ:- ১৪.০৯.২০১৪ এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রসমূহ দাখিলের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ২৮.০৯.২০১৪, ২৭.০৯.২০১৪ এবং ২০.০৯.২০১৪ তারিখ। সিএসটি তৈরীর তারিখ যথাক্রমে ০২.১০.২০১৪, ২৮.০৯.২০১৪ এবং ২১.০৯.২০১৪। অর্থাৎ ২০.০৯.২০১৪ তারিখ হতে ২৮.০৯.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তিনটি আলাদা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে উক্ত আইটেমসমূহ ক্রয় করা হয়েছে। অথচ একটি মাত্র দরপত্র আহবান দ্বারা এই ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যেত, যা করা হয়নি। পিপিআর-২০০৮ এর রুল-৯০(২)(ক) অনুসারে ৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা থাকলেও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
(৩) অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। তৈরীকৃত (Manufactured) কোটেশন ও বিল দ্বারা এএফডি কার্যালয়ের জন্য অর্থনৈতিক কোড ৪৮২৮ (স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প খাত) হতে স্টেশনারী ক্রয় বাবদ তোফাজ্জল এন্টারপ্রাইজ, ২০/১ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-কে ৫,৩৮,১১৩ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট **১৭** (৩) এ দেয়া হলো।
(৪) অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। কৃত্রিম কোটেশন ও বিল দ্বারা এএফডি কার্যালয়ের জন্য অর্থনৈতিক কোড ৪৮২৮ (স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প খাত) হতে স্টেশনারী ক্রয় বাবদ রাশেদ বুকস এন্ড স্টেশনারী, ২২ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-কে ৭,৪৫,৯০১ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট **১৭** (৪) এ দেয়া হলো।
(৫) অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। কৃত্রিম কোটেশন ও বিল দ্বারা এএফডি কার্যালয়ের জন্য অর্থনৈতিক কোড ৪৮২৮ (স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প খাত) হতে স্টেশনারী ক্রয় বাবদ রাশেদ বুকস এন্ড স্টেশনারী, ১৯/এ, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-কে ৬,২৪,৯৮৩ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট **১৭** (৫) এ দেয়া হলো।
(৬) অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৮.০৮.২০১৬ হতে ১৫.১১.২০১৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। কৃত্রিম কোটেশন ও বিল দ্বারা এএফডি কার্যালয়ের জন্য অর্থনৈতিক কোড ৪৮২৮ (স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প খাত) হতে স্টেশনারী ক্রয় বাবদ রাশেদ বুকস এন্ড স্টেশনারী, ১৯/এ, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-কে ১৩,৩৩,৪৫৮ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট **১৭** (৬) এ দেয়া হলো।

সুতরাং উপরের বর্ণনা অনুযায়ী স্বাক্ষরবিহীন কোটেশন ও বিল ভাউচার দিয়ে বিভিন্ন স্টেশনারী আইটেম কম্পিউটার প্রিন্টার ও ফটোকপি মেশিনের টোনার ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সর্বমোট **২২,০৫,০৪৯**+৫,৫৯,১৪৮+ ৫,৩৮,১১৩+৭,৪৫,৯০১+ ৬,২৪,৯৮৩+ ১৩,৩৩,৪৫৮ = ৬০,০৬,৬৫২ (ষাট লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত বায়ান্ন) টাকা।

অনিয়মঃ

১। কৃত্রিম বিল-ভাউচার দ্বারা সরকারি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

২। পিপিআর-২০০৮ এর রুল-৯০(২) (ক) অনুসরণ কর হয়নি।

৩। পিপিআর-২০০৮ এর রুল-৭০(২) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নথি নং-৬(৬)মূসক নীঃওবাঃ/ ২০১০/২৫৭ তারিখ ২৭ জুলাই ২০১০ অনুসারে দরদাতাগণের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সমর্থনে ব্যাংকের সনদপত্র দাখিল করা হয়নি।

৪। Financial Regulation: FR. Part-1, Rule-3 এর পরিপন্থী ব্যয় করা হয়েছে।

৫। ঠিকাদারের পাওনা F.R Part-I, Rule-134(V) অনুসারে অবিনিময়ে চেকে পরিশোধের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

১। কৃত্রিম ভাউচার দ্বারা সরকারী অর্থ ব্যয়ের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ উক্ত বিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর এবং সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর করা হয়েছে বিধায় বর্ণিত আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। সেনা কর্তৃপক্ষের জরুরী প্রয়োজনে চাহিদা অনুযায়ী সময় সময় ছোট ছোট দরপত্র আহ্বান করে বিলগুলি একত্রে এই কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যার প্রত্যেকটি বিল ৫০০০০০ (পাঁচলক্ষ) টাকার উর্দ্ধে নয়। এক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর রুল-৯০(২)(ক) অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি।

৩। দরদাতাগণের বৈধ ট্রেডলাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নং (টিআইএন), ভ্যাট নিবন্ধন নং সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণ এবং ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে সনদপত্র চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র যোগাযোগ চলছে।

৪। সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচারগুলি নিরীক্ষায় দেখা যায় সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা এবং বিচক্ষণতা অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে এফআর পার্ট-১, রুল-৩ এর পরিপন্থী কোন ব্যয় হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বর্ণিত মন্তব্য আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক নয়। কারণঃ

১। বিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর এবং সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর করলেই উহা সঠিক হয়ে যায় না।

২। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই ধরণের স্টেশনারী আইটেম ক্রয়ের জন্য ১৪.০৯.২০১৪, ২১.০৯.২০১৪ এবং ২৮.০৯.২০১৪ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয়। আবার উক্ত দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে দাখিল করা কোটেশন ও বিলসমূহ ছিল স্বাক্ষরবিহীন। কাজেই এফসি (আর্মি) পে-১ কার্যালয়ের জবাব সঠিক নয়।

৩। ৩ নং মন্তব্যে বলা হয়েছে, "দরদাতাগণের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নং (টিআইএন), ভ্যাট নিবন্ধন নং সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণ এবং ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে সনদপত্র চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পত্র যোগাযোগ চলছে।" বিষয়টি দুঃখজনক। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর ২৭ জুলাই ২০১০ তারিখের নথি নং-৬(৬)মূসক নীঃওবাঃ/ ২০১০/২৫৭ সংখ্যক পত্রে বলা হয়েছে যে, ভ্যাট নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোন ঠিকাদার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং ভ্যাট নিবন্ধন সনদ, টিআইএন নম্বর, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি বিলের সাথে না থাকা সত্বেও এফসি (আর্মি) পে-১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিলে আপত্তি না দিয়ে বিল পাশ করা সঠিক হয়নি। বিল পাশের পর এগুলোর জন্য পত্র যোগাযোগ চলার বিষয়টি আইনানুগ নয়।

৪। ৪ নং অনিয়মের জবাবে বলা হয়েছে, "সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচারগুলি নিরীক্ষায় দেখা যায় সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা এবং বিচক্ষণতা অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে এফআর পার্ট-১, রুল-৩ এর পরিপন্থী কোন ব্যয় হয় নাই"-এই মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য। কারণ ঠিকাদারের স্বাক্ষরবিহীন কোটেশন ও বিল বিচক্ষণতার প্রমাণক বহন করে না। সুতরাং এক্ষেত্রে এফআর পার্ট-১, রুল-৩ এর আর্থিক শৃঙ্খলা অবশ্যই লংঘন করা হয়েছে।

সরকারি ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে এপ্রিল/২০১৭ মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে জুন/২০১৭ মাসে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে জুলাই/২০১৭ মাসে আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ ২টি এসএফসি ও ৩টি এফসি অফিসের পরিশোধিত বিল ভাউচারসমূহ দৈবচয়নের ভিত্তিতে নমুনায়নের মা**ধ্যমে** কতিপয় ভাউচার নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভাউচারসমূহ নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীন নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা যেমন ব্যয়কারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব তেমনি বিল পাশের পূর্বে এ বিষয়গুলি নিশ্চিত করাও অডিটি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৬০,০৬,৬৫২ টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

তারিখঃ ০৪/১১/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৭/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভূঁঞা)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর